ইম্পষ্টার

নতুনত্বই নিউ পপুলারের বিশেষত্ব

18-9-37

Mrs Kamala Banerji
4.10.37
শ্রীমতী কমলা দেবী

সুধীর দাসের
প্রযোজনায়

শ্রী

শুভ উদ্বোধন
শনিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর

মলিনা
লীনা
কমলা

বাংলা ছবিতে প্রথম আধুনিক যুদ্ধের দৃশ্য

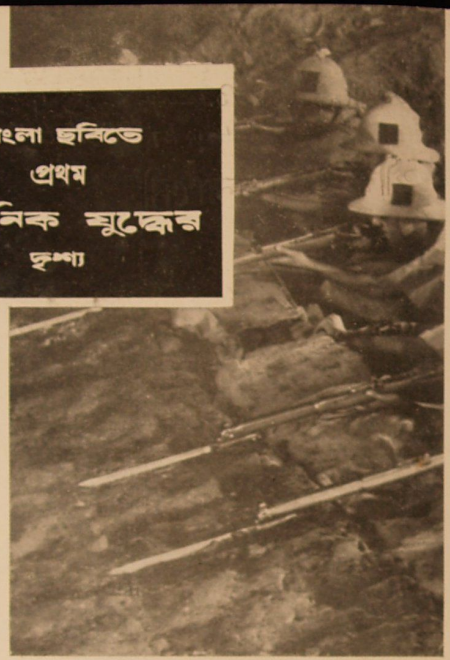

দেশী ছবির ইতিহাসে নিউ পপুলারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক্‌বে।

কারণ, নিউ পপুলার বাংলা ছবির জীবনে এনেছে নতুন রূপ, নতুন যুগ। আবহমানকাল ধরে' বাঙ্গালী এতকাল পয়সা খরচ করে' যে সিনেমা দেখেছে, তা গতানুগতিক এক কিম্বা দুই ভাবেরই প্রতিধ্বনি! হয় ধর্ম্মমূলক, নয় সামাজিক—পুকুর ঘাট, ট্রেণ, মদ কিম্বা বাইজী—এই নিয়েই বাংলা ছবি এতদিন ব্যস্ত ছিল। খঞ্জনীর খন্ খন্ আওয়াজ, মাতালের প্রলাপ আর বাঈজীর পায়জোড়—দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে বাংলা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলো।

'বাংলা ছবিতে নতুনত্ব আন্‌তে হবে—নিউ পপুলারের তাই হ'লো মূল-মন্ত্র।

'ইম্পষ্টার'-এ যখন ঠিক হ'লো আধুনিক যুদ্ধের দৃশ্য দেখানো হবে, প্রযোজক সুধীর দাস ও পরিচালক সতু সেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন—এই সুযোগে পরিক্লান্ত বাংলাকে নতুন কিছু দেখাতে হবে। যে কথা সেই কাজ।

মেজর ভট্টাচার্য্য ও সাঃ মেঃ প্রিষ্ট যুদ্ধের দৃশ্যের মহলা দেওয়াচ্ছেন।

খেলনার বন্দুক আর কয়েকটি অনভ্যস্ত অভিনেতাকে সৈনিক সাজিয়ে রক্ত নাচাবার মত কয়েকটি যুদ্ধের দৃশ্য দেখানো অসম্ভব।

অনেক ভাবনার পর এঁরা কল্‌কাতার ফোর্ট্‌কে একখানা আবেদন-পত্র পাঠালেন।

তারপর তদারকের ফলে এঁরা যুদ্ধের দৃশ্য-গুলোর তত্ত্বাবধায়করূপে পেলেন সেকেণ্ড ক্যাল্‌কাটা ব্যাটালিয়ান্ সি, ইউ, টি, সি, এ, এফ্, আইর কমাণ্ডার মেজর ভট্টাচার্য্যকে। এদিক থেকে, আপনারা বোধহয় জানেন, মেজর ভট্টাচার্য্য আমাদের বাংলা দেশের গৌরব। এই পদেপ্রথম বাঙ্গালী ইনি।

আর, ইনিই সঙ্গে নিয়ে আসেন সার্জ্জেণ্ট মেজর প্রিষ্টকে। যুদ্ধ বিষয়ে সার্জ্জেণ্ট মেজর প্রিষ্টের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত।

"ইম্পষ্টারে"-র চাঞ্চল্যকর যুদ্ধের দৃশ্যাবলী।

এঁর দেহে বিগত মহাযুদ্ধের অসংখ্য বুলেট্-চিহ্ন তার সাক্ষাৎ দিচ্ছে। আর, এই জন্যই এঁর বাঁদিকের বুক-পকেটের ওপর সব সময়ে ঝক্ ঝক্ কর্‌ছে রেশমের একটুকরো রামধনু। মানে, গত মহাযুদ্ধের একটি সাহসী সৈন্য ইনি। তারপর? তারপর আর কি! খালি ড্রুম্-ড্রুম্-ড্রুম্। ড্রামের বিশাল গায়ে পড়লো ঘা। রণডঙ্কা বেজে উঠেছে! শক্ত বুট, শান দেয়া বেয়োনেট, সার্ভিস্ রাইফেল, হেল্‌মেট ব্যাজের ওপর আর্ক ল্যাম্পের আলো! সৈন্যরা মার্চ্চ কর্‌ছে। ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে। ঐখানে বার্ষ্ট কর্‌লো শেল। রকেট্ ফাটলো। আর ক্লান্ত মেসিন-গানের কাতর-ধ্বনি! নিস্তব্ধতার বুক চিঁরে হঠাৎ হুইস্‌ল্ বেজে উঠ্‌লো। 'ব্যাটালিয়ান্—অন্ ইওর গার্ড্‌স্।' সবার চোখে কিসের একটা ভয়ের চিহ্ন! গুড়ুম্ গুড়ুম্ আওয়াজ হচ্ছে! তারপর, মনে হ'লো, সারা কলকাতা যেন ভেঙ্গে পড়লো।—সব চেয়ে বড় 'শেল' বার্ষ্ট করেছে!

এই অভিজ্ঞ অফিসারদের তত্ত্বাবধানে রিলের পর রিল যে যুদ্ধের দৃশ্য 'ইম্পষ্টার'-এর জন্য তোলা হয়েছে তা শুধু বাংলা ছবিতে নতুন যুগ আনেনি, এনেছে এই সারা ভারতবর্ষে।

বাংলা ছবিতে প্রথম রাশিয়ান নাচ

বিখ্যাত কিরা আর বরিসের কথা

নতুনত্বই নিউ পপুলারের যে বিশেষত্ব তার আর একটি প্রমাণ "ইম্পষ্টার" এ এই বিখ্যাত কিরা আর বরিস্। আনা পাভলোভার প্রতিবেশী কিরা আর বরিস্ রাশিয়া থেকে এতদিন সারা ইউরোপে ও আমেরিকায় নেচে বেড়াচ্ছিলো প্রাণখোলা প্রশংসার ফুল সংগ্রহ করতে কর্‌তে। কল্‌কাতায় এইবার তাদের প্রথম আগমন। সিনেমায়ও আত্মপ্রকাশ তাদের এই প্রথম। তন্বী কিরা—অলক্ষে তার চঞ্চল পায়ে নাচের নুপুর বাধা। তার সোণালী চুল থেকে তার গোলাপী-পায়ের লাল নখ বিধাতা যেন সৃষ্টি করেছিলেন নাচের জন্য। কিরা যখন নাচে আশেপাশে নাচে আলো, নাচে বাতাস, নাচে সুর, নাচে বাজনা। বম্বে মেইলএ একদা কিরা যখন তার নাচের দলের সঙ্গে এসে পৌছুলো কল্‌কাতায় এক সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস্ করেছিল—কেমন লাগে আপনার ভারতবর্ষ?" উৎসাহের আগুন জলে উঠ্‌ল কিরার নীল চোখে। "ভারতবর্ষ?" কিরা জবাব দিলে "সোনার দেশ তোমাদের ভারতবর্ষ।" সাংবাদিক ছিলো কবি। উল্টে জিজ্ঞেস কর্‌লে "তোমার চুলের মত?" কিরা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো "না?" দিন ছাড়া রাত ভাবা অসম্ভব। কিরা ছাড়া বরিস ঠিক তেমনি। নাচে কেউ কারো কম নয়। যা কিছু পার্থক্য এদের ভেতর-এ পুরুষ ও মেয়ে। বরিসের মত অত জোরে হাসা কিরার পক্ষে সম্ভব নয়। আর অতো সিগ্রেট কিরা তো খাবেই না। বরিস্ হো হো ক'রে যেমন হাস্‌তে পারে, নাচতে পারে তেমনি, খেতেও পারে ঠিক তত। কিরা আর বরিস যখন নাচে, একসঙ্গে নাচে যেন শুক আর সারি। এ ওকে জানে, এ ওকে বোঝে। তার জন্যেই কিরা বরিসের নাচ সারা পৃথিবীতে আজ এতো বিখ্যাত।..

আনা প্যাভ্‌লোভার সময় আর একজন অতি-বিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী ছিলেন, তাঁর নাম হচ্ছে পাভ্‌লোভিচ ভায়াঘ্‌লার। স্বয়ং প্যাভ্‌লোভা এই পাভ্‌লোভিচকে যথেষ্ট সম্মান কর্‌তেন। এই পাভ্‌লোভিচের নাটক ইউরোপের কোথাও এলে লোকেরা পাগল হয়ে যেতো। এঁর একটা নাটক 'দি মিরাক্‌ল্' বিলেতে চলেছিলো পুরো দু'বছর ধরে। কতদূর প্রতিপত্তি সারা ইউরোপে এঁর ছিলো আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন—স্বয়ং ম্যাক্স রাইনহার্ট পাভ্‌লোভিচের ছিলেন ষ্টেজ-ম্যানেজার। সেই প্যাভ্‌লোভিচের সবচেয়ে প্রিয় অভিনেত্রী ছিলো লেডী ডায়না ম্যানার্স্। আর সবচেয়ে প্রিয় নৃত্য-শিল্পী কিরা আর বরিস্—নিউ পপুলারের "ইম্পষ্টার"-এ যাঁরা তিনখানি নাচ নেচেছেন। দেশী ছবির ইতিহাসে নিউ পপুলার পিক্‌চার্সের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কালিমপঙে "ইম্পষ্টারের" সমবেত কম্মিবৃন্দ শূটিংয়ের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছেন।

প্রযোজক :
শ্রীসুধীর দাস

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
শ্রীসতু সেন

কথা ও কাহিনী :
শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

প্রধান শব্দযন্ত্রী :
শ্রীমধু শীল

আলোক-চিত্র-শিল্পী :
শ্রীসুরেশ দাস

শব্দধর :
শ্রীজগদীশ বসু

শিল্প-নির্দ্দেশক :
শ্রীপরেশ বসু

গীত রচয়িতা :
শ্রীশৈলেন রায়

সুর-শিল্পী :
শ্রীরণজিৎ রায়

সম্পাদক :
শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি

স্থিরচিত্রী :
শ্রীসুবোধ দত্ত

সজ্জাশিল্পী :
শ্রীনৃপেন রায়

রসায়নাগারাধ্যক্ষ :
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি

আলোক-সম্পাতকারী :
শ্রীসুরেন চ্যাটার্জ্জি

রূপক :
শ্রীপঞ্চু দাস

প্রধান ব্যবস্থাপক :
শ্রীসতীশ সরকার

— সহকারী —

পরিচালনায় : শ্রীরতীন ব্যানার্জ্জি, শ্রীবিমল ঘোষ। আলোক-চিত্রে : শ্রীবিভূতি লাহা, শ্রীশ্যাম মুখার্জ্জি, শ্রীগোবিন্দ গাঙ্গুলী। শব্দ-যন্ত্রে : শ্রীবিমল চাকলাদার, শ্রীযতীন দত্ত, শ্রীসমর বসু। সঙ্গীতে : শ্রীসন্তোষ দে। রসায়নাগারে : শ্রীননী চ্যাটার্জ্জি, শ্রীগোপাল গাঙ্গুলী, শ্রীশৈলেন ঘোষাল, শ্রীসুশীল গাঙ্গুলী, শ্রীধীরেন দাস। শ্রীজীবন ব্যানার্জ্জি।

অভিজ্ঞ টেক্‌নিশিয়ান্

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

শক্তিশালী ভূমিকালিপি

মৃত্যুঞ্জয় সরকার ও অরবিন্দ শীল : রতীন ব্যানার্জ্জি
রেবা : শান্তি গুপ্তা
★ প্যারী গুঁই : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
হাতুড়ে ডাক্তার : রবি রায়
★ গাজী : রণজিৎ রায়
সরাই রক্ষক : প্রফুল্ল দাস
★ নীলাম্বর শীল : গগন চ্যাটার্জ্জি
সৈন্যগণ : সত্য মুখার্জ্জি, নৃপেন চক্রবর্ত্তী, বিনয় বসু
শচী : মাষ্টার শান্তি
★ বিচারক : ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি (এঃ)
ক্ষীরি : নিভাননী
★ রাসমণি : অরুণা
সুরবালা : লতিকা
★ মামী : সুহাসিনী
গোবরা : জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি

অন্যান্য ভূমিকায় :—
ললিত মিত্র
সত্যেন ঘোষাল
সুশীল চাটার্জ্জি (এঃ)
নৃপু বোস (এঃ)
পূর্ণ দাস
বিজয় মজুমদার
রাধারাণী
চিত্রা দেবী
সাবিত্রী
অপর্ণা

কালিমপঙের আর একটি দৃশ্যে শিল্পিগণ ক্যামেরার ভেতর ধরা দিয়েছেন।

সত্যের সঙ্গে সতীত্বের বিচিত্র এক সংগ্রাম

নিয়তির ক্রূর পরিহাস! একই সময় সমসাদৃশ্য দু'জন লোক জন্মে একটি সংসারের ওপর যে কী ঝড় বহিয়ে দিল এবং একটি সতী সাধ্বীর ওপর যে কী অবিচার কোরে তার জীবনে তুল্‌ল মহা-হাহাকার "ইম্পষ্টার" চিত্রে সেই কাহিনীই রূপ পেয়েছে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে।

মৃত্যুঞ্জয় সরকার ধনীর দুলাল। কিন্তু সে মদ্যপায়ী ও লম্পট ছিল বলে সংসারে তার কোন শান্তি ছিল না। সে গ্রামস্থ এক হাতুড়ে ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা কোর্‌ত বলে তার স্ত্রী রেবার মন দিন দিন স্বামীর আচরণে তিক্ত হ'য়ে ওঠে এবং স্বচক্ষে একদিন স্বামীর এই কাণ্ডকলাপ দেখে সে জ্ঞানহারা হ'য়ে একটি গেলাস ছুড়ে স্বামীকে মারে। মৃত্যুঞ্জয় অভিমানে গৃহত্যাগ কোরে যুদ্ধে চলে যায়।

এদিকে রেবা তার আচরণে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পেল এবং নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে ফিরিয়ে পাবার জন্যে তার মামা প্যারি গুঁইকে চেষ্টা কোরতে বল্‌ল—কিন্তু কোন ফল হল না। কারণ গুঁই মশাই এই সুযোগে মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পত্তি হস্তগত করবার চেষ্টায় ছিল। দুঃখের ওপর দুঃখ, রেবার জীবনকে কোরে তুল্‌ল অতিষ্ঠ। হয়ত' এ দুঃখভোগ সে সহ্য কোরতে পার্‌ত না—যদি না থাকত একমাত্র সম্বল, তার ছেলে শচী। এই শচীকেই বুকে আঁক্‌ড়ে সে মনের সমস্ত গ্লানি দূর কর্‌বার কোর্‌ত চেষ্টা। কিন্তু এতেও কী সুখ আছে—শচীর সমবয়সীরা যখন তার পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞেস্ কোর্‌ত এবং তাকে সবাই যখন ঠাট্টা কোর্‌ত—তখন তার শিশুমন ছুটে আস্‌তো "আমার বাবা কোথায়?" বলে তার মায়ের কাছে। মা তাকে দেয় প্রবোধ—"তিনি আছেন, শীগ্‌গিরই আস্‌বেন আমাদের কাছে।" আর মনে মনে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে ভগবানকে বলে—"আমার মুখ রেখ তিনি যেন ফিরে আসেন শিগ্‌গিরই।" এই রকম ভাবে চলেছে এদিকের চাকা।

অন্যদিকে বিস্তৃত সমরক্ষেত্রে দাবদগ্ধ হৃদয়ে মৃত্যুঞ্জয় মানুষ মেরেই চলেছে। মায়া নেই, মমতা নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই—কামান আর বন্দুক এই দু'য়ের সঙ্গে সখ্যতা আর মদের ফোয়ারায় ডুবে সে জীবনের ওপর একটা প্রতিশোধ নেবার জন্য বেপরোয়া লড়াই সুরু কোর্‌ল। এইখানেই অরবিন্দ শীল নামে তারই মত এক বাঙ্গালী সৈনিকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং পরিশেষে তা' বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই অরবিন্দ ও মৃত্যুঞ্জয়ে ভগবানের অপূর্ব্ব প্রহেলিকায় যমজ ভাইয়ের মত সমসাদৃশ্য ছিল। ধূর্ত্ত অরবিন্দ এই সুযোগে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ থেকে তার ঘর বাড়ী প্রভৃতির খবর জেনে নিল এবং যখন সে জান্‌তে পার্‌ল মৃত্যুঞ্জয় অগাধ সম্পত্তির এবং সৌভাগ্যবতী ও সুন্দরী স্ত্রীর অধিকারী—তখন তার মনে জাগ্‌ল শয়তানি। অরবিন্দ তখন মৃত্যুঞ্জয়কে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিজে মৃত্যুঞ্জয় সেজে কামিনী ও কাঞ্চন লাভের মতলব আট্‌ল।

দিন যায়…… যুদ্ধক্ষেত্রে রণোন্মাদ সৈন্যরা রক্তের পিপাসায় চলেছে ছুটে। আর এদিকে অরবিন্দের মনের ভেতর দিনরাত সংগ্রাম চলেছে কেমন কোরে সে কাজ হাসিল কোর্‌বে। একদিন সে সুযোগ তার

উপস্থিত হ'ল, যেদিন মৃত্যুঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে হ'ল আহত। এই দৃশ্যে অরবিন্দের মনের ভেতর তাণ্ডব-নৃত্য সুরু কোর্‌ল। সে চল্‌ল মৃত্যুঞ্জয়ের শবের ওপর দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাস্‌বার জন্যে। সেখানে গিয়ে দেখ্‌ল মৃত্যুঞ্জয়

তখনও মরেনি। সে অলক্ষ্যে নিয়ে কাজ শেষ করবারজন্যে তাকে কাঁধে তুলে নিল। এই সময় ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাকে বল্‌ল—"আমার ডাইরীখানা আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিও—ওতেই আমার জীবনের আলেখ্য চিত্রিত আছে।" এই বল্‌তে বল্‌তে তার বাক্‌শক্তি রহিত হ'ল। অরবিন্দ ভাব্‌ল সে মরে গেছে—

তাই তাকে সেখানে ফেলে দিয়ে সে ডাইরীখানা হস্তগত কোর্‌ল।

এদিকে যুদ্ধ থেমে গেল। শান্তির নিশানা উড়্‌ল। যুদ্ধে যারা এসেছিল তারা ছাড়পত্র পেয়ে যে যার দেশে চলে এল। আর অরবিন্দ? সে জাল মৃত্যুঞ্জয় সেজে এল দার্জ্জিলিংয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে।

গৃহ-পরিত্যক্ত মৃত্যুঞ্জয়রূপে রতীন মদের নেশায় নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছে।

প্রতারক অরবিন্দরূপে রতীন, পিছনে সৈনিক সত্য। এ দু'য়ের ভাব-সম্মিলন অপূর্ব্ব!

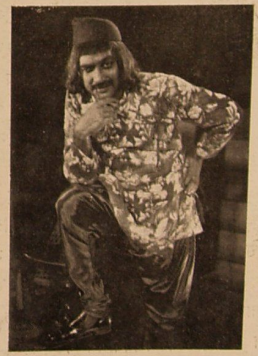

ডাইনে: শান্তি ও মনোরঞ্জন।
মধ্যে: হাতুড়ে ডাক্তার রবি রায়।
বামে: রাসমণিরূপে অরুণা।

* লতিকা

মৃত্যুঞ্জয় ফিরে এসেছে—রেবার জীবনে বইল নব-বসন্তের হাওয়া। আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে দিন যায় তাদের।

কিন্তু যে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি অরবিন্দের মনের ভেতর দিনরাত তোলপাড় কোর্‌ছিল তার প্রভাবেই সে হ'তে লাগ্‌ল চালিত। তাই একদিন সে প্যারী গুঁইয়ের কাছে সম্পত্তির হিসেব নিকেশ চাইল। প্যারী গুঁই ধড়ীবাজ লোক; সে আগে থেকেই অরবিন্দকে কেমন সন্দেহ কোরেছিল। তাই স্রেফ্ এক কথায় তা' উড়িয়ে দিল এবং তাকে জালিয়াৎ, জোচ্চর বলে গালিগালাজ দিল। এতে প্যারি গুঁই প্রত্যুত্তর দিল —"কে জালিয়াৎ, আমি, না তুমি।" ঘিয়ে আগুণ পড়ে যেমন তা' দপ্ কোরে জ্বলে ওঠে গুঁই মশাইয়ের কথা শুনে অরবিন্দও সেইরূপ দপ্ কোরে জ্বলে উঠে তার গালে মার্‌ল এক চড়। এতে তার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হ'ল। কারণ এর পূর্ব্বে মৃত্যুঞ্জর তাকে মারা দূরে থাক্, কোনদিন চড়া কথা বল্‌তেও সাহসী হয় নি! প্যারী গুঁই তখন অরবিন্দ-মৃত্যুঞ্জয়ের এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ঘোরাতে লাগ্‌ল চাকা।

এদিকে অরবিন্দ যখন সম্পত্তি সোজাসুজি হস্তগত কোর্‌তে পার্‌ল না—তখন সে বিচারালয়ের সাহায্য নিল এবং সহজেই ডিক্রি পেল। প্যারী গুঁই তখন পথের ভিখিরি হ'ল বটে, কিন্তু তার সন্দেহ সত্যে পরিণত করবার জন্য সে রেবার সাহায্য চাইল—রেবাকে প্রমাণ করাতে চাইল সে মৃত্যুঞ্জয় নয়! সে তার জাল স্বামী—তার বিরুদ্ধে নালিশ কর। প্রথমটা রেবা কিছুতেই রাজী হয় নি, পরে নানাপ্রকার অনুরোধে সে রাজী হ'ল বটে, কিন্তু বিচারকের বিচারে অরবিন্দ মৃত্যুঞ্জয় বলেই প্রমাণিত হ'ল।

এর কয়েকদিন পরে একদল গাজী গান গাইতে গাইতে রেবাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যাবার সময় অরবিন্দকে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—"কি বাবা, বহুরূপী, একটু আগে তোমায় দেখ্‌লুম কাটের পা, এর মধ্যে বেমালুম সাফ্।" প্যারী গুঁই নিকটেই ছিল সে চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লে—"কাঠের পা! কাঠের পা!!" তখন সে গাজীর কাছে সন্ধান নিয়ে জান্‌ল, গ্রামের এক সরাইখানায় মৃত্যুঞ্জয় সরকার নামে কাঠের পা লাগানো এক যুদ্ধ-ফেরৎ যুবকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়—তার চেহারা আর এই লোকটির চেহারা ঠিক এক। আনন্দের আতিশয্যে প্যারী গুঁই তখনই ছুটল মিলিটারী অফিসে তথ্য সন্ধানের জন্য; কিন্তু সেখানে গিয়ে মিলিটারী রিপোর্টে মৃত্যুঞ্জয় সরকারের পদহানির কোনও খবর পাওয়া গেল না—তবে জানা গেল, মৃত্যুঞ্জয় সরকার ও অরবিন্দ শীল নামে যুদ্ধে দু'টি যুবক ছিল সমবয়সী এবং অবিকল এক চেহারার—প্রথমোক্ত ব্যক্তির বাড়ী দার্জ্জিলিংয়ে ও দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি থাকে ঘাটালে। তখন গুঁই মশাই ছুট্‌লো ঘাটালে। এবং সেখানে তার কাকা নীলাম্বর শীলের কাছে সকল তথ্য অবগত হ'য়ে বাড়ী ফির্‌ল। এবং রেবাকে এসে আদ্যপান্ত সব ঘটনা বল্‌ল। ক্রমশঃ নানা কারণে রেবার মনও অরবিন্দের ওপর সন্দেহাকুল হ'য়েছিল—সেইজন্য সেদিন রাত্রে অরবিন্দ ঘুমিয়ে পড়্‌লে দেখ্‌ল এতদিন যাকে সে স্বামী বলে নারী-জীবনের অমূল্যরত্ন অকপটে দান কোরছে —এ ব্যক্তি সে নয়। কারণ, তার স্বামীর কাঁধে একটি জড়ুল ছিল—এর তা' নেই। ঘৃণায়, লজ্জায়, শোকে, দুঃখে রেবার জীবনে ওঠ্‌ল মহা-হাহাকার! কিন্তু সাম্‌নে ও কে? ও যে শচী! ওকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে!

* রতীন

এরপরেই মৃত্যুঞ্জয়ের বোন সুরবালা স্বামী-স্ত্রীর ভেতর কোর্টে যে অশান্তি হ'ল তা' মিটিয়ে দেবার জন্যে একদিন রেবাদের সকলকে নেমন্তন্ন কোর্‌ল তার বাড়ীতে। বাড়ীর সবাই নেমন্তন্নে চলে গেছে। বাড়ীতে কেবলমাত্র রেবা ও অরবিন্দ। রেবা তার জাল-স্বামীকে বল্‌ল—"চল্, সুরোর বাড়ী যাই।" অরবিন্দ বল্‌লে—"না, এই দেখ্, সমস্ত সম্পত্তি আমার এই সুটকেশে— চল আমরা পালিয়ে যাই।" রেবা বল্‌লে—"কোথায়?" অরবিন্দ—"যেখানে দু' চক্ষু যায়!" রেবা—"আর শচী?" মৃত্যুঞ্জয়—"সে থাক্।" রেবা ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত গর্জ্জন কোরে বল্‌লে—"ও, সে তোমার ছেলে নয় বলে বুঝি।" অরবিন্দ এই কথা শুনে রেবার গলার চাদর ধরে তাকে মেরে ফেল্‌বার উপক্রম কোর্‌ল। এমন সময় অলক্ষ্য থেকে আওয়াজ হ'ল—গুড়ুম! গুড়ুম!

তারপর! তারপর!!

মন-মাতানো সঙ্গীত

— এক —

রাতের ভ্রমর রাত পোহালে, ভুলতে সবাই চায়—
ভ্রমর ভুলতে সবই চায়—
সাপ্‌লা ফুলের মধু ছেড়ে, কমল মধু খায়—
হায়রে আমার সোনার চাঁদ
মিছে এ পিরিতি ফাঁদ
আমার চোখের সুমুখ দিয়া রে—
আন্ বাড়ী যায়!

—অরুণা

— দুই —

সখিরে দুখ নিশি হ'ল আজি ভোর।
বিরহ পয়োধি মোর পার হয়ে এল ঐ
এল শ্যাম এল মনচোর—
(বল সখি) কেমনে তুষিব সেই বঁধুরে—
শ্রবণে পশিতে নাম নিজে মোরে হারালাম
কে জানিত নাম এত মধু রে॥

—রাধারাণী

— তিন —

মোর জীবনের ফাল্গুন বাগে
এলে গো এলে অতিথি।
তাই চঞ্চল ফুলদলে জাগে, জাগে,
মনের বনের ছায়াবীথি॥
সুন্দর হে একি পরিচয়?
তোমার পরশ রাগে,
আজি আমি বঁধুময়, মধুময়।
(যেন) হারাণো সে আসে ফিরে
আসে ফিরে বসন্ত গীতি।
এলো গো এলে অতিথি॥

—শান্তি গুপ্তা

— চার —

ওলো মোর সুখি আলো
রাম গেল বনবাসে—বেহুলা হইল রাঁড়ী
তাহা দেইখ্যা কাঁইন্দা মরে কোদালের আছাড়ি
আমার এই গানের তারিফ করে কেফাউল্লার মায়
নাচ্‌তার ধামা ঠেইল্যা ফেইল্যা বাতাস দেয় মোর গায়॥

—রণজিৎ রায়

— পাঁচ —

যমদূত আর কালদূত ডাইনে আর বায়ে।
তাহার মধ্যে বইসা আছে যমরাজার মেয়ে।
চুল নাই নেড়ী বুড়ী—চুলের লাইগ্যা কাঁন্দে
কচুপাতার চিব্‌লা দিয়া খোঁপা ডাঙ্গর করে।
নাতিরে না দিয়ে বুড়ী পুতিরে না দিয়া
তিন সের চাউলের পিঠা খাইল খাথা মুড়ি দিয়া
পিঠা গলায় ঠেইক্যা বুড়ী মইলাম মইলাম করে
সাম্‌নে আছিল বুইড়্যা ভাতার গলা টিইপ্যা ধরে॥

—রণজিৎ রায়

নিউ পপুলার পিক্‌চার্সের তরফ হইতে প্রচার-শিল্পী **শ্রীবিশ্বাবসু রায় চৌধুরী** কর্তৃক পরিকল্পিত ও সম্পাদিত।
বি, নান (পাবলিশিটি এজেন্ট) কর্তৃক সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোষ্ঠ বিহারী দে কর্তৃক মুদ্রিত।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ সম্ভবামি যুগে যুগে।

ইন্সপেক্টার

নতুনস্বই নিউ পপুলারের বিশেষত্ব